ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1190-1198
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.121

সাংখ্য দর্শনে অনুমান প্রমাণ: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

রোজিনা খাতুন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.04.2025; Accepted: 14.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The main goal of Indian philosophy is the ultimate cessation of suffering, or liberation, but different philosophical schools have proposed different ways to achieve liberation. For example, the twenty-five principles of Sāṅkhya philosophy acknowledge that the ultimate cessation of suffering comes from the knowledge of the difference between prakṛti and purusha, which is contained in the twenty-five principles. In Sāṅkhya philosophy, each of the twenty-five principles is a subject of knowledge. pramāṇa is needed to establish these knowledge points. Therefore, a discussion of pramāṇa theory is necessary. Although there is disagreement about the number of pramāṇa, all Indian philosophical schools have accepted Perception (Pratyaksha) and have recognized it as the oldest and most powerful of all other pramāṇa. However, not everything can be proven by Pratyaksha, so we have to take the help of other pramāṇa such as Inference (anumāṇa), Verbal Testimony (Śabda) etc. The next pramāṇa of Perception (Pratyaksha) is anumāṇa. In Indian philosophy, anumāṇ a refers to the method of obtaining pramāṇa or true knowledge. And the knowledge obtained through that anumāṇa pramāṇa is called anumiti. This anumiti is a type of prama jñāna. When the term anumāṇa denotes inferential knowledge (anumiti-jñāna), it should be interpreted as employing the suffix anaṭ in the passive sense (bhāva-vācya). Conversely, when anumāṇa signifies anumāṇa as a means of proof, the suffix anaṭ is to be understood in the instrumental sense (karaṇa-vācya).
Although there is wide variation in Indian philosophical views on the laksana of anumāṇa, classification of anumāṇa etc., all philosophers, except the Charvākās, unanimously accept that anumāṇa is a distinct proof. Although Ishvarakṛsṇa did not discuss the nature of anumāṇa in detail in his book Sāṃkhyakārikā, Sāṅkhya philosophers before and after him have discussed the nature and classification of anumāṇa in detail. There is a lack of consensus among Sāṅkhya philosophers on the classification of anumāṇa. As there is no scope here to discuss in detail why this is so or whose views are more reasonable, this paper will only discuss the various anumāṇa accepted by Sāṅkhya philosophers.

Keywords: Sāṅkhya, Anumāṇa, Pramāṇa, Anumiti-jñāna, Vyāpti, Liṅga, Liṅgī

সাংখ্য দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব মূলত *সাংখ্যকারিকা* এর উপর রচিত গৌড়পাদের *গৌড়পাদভাষ্য* ও বাচস্পতি মিশ্রের *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*র মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ে প্রমেয় তত্ত্ব আলোচনা করার পর সেই প্রমেয় তত্ত্ব সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ, সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। কারণ যে তত্ত্ব প্রমানসিদ্ধ নয় তা আকাশ কুসুমের মতো অলীক বলে গণ্য হয়। এইজন্য প্রত্যেকটি ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় তাদের প্রমেয় তত্ত্ব

সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করেছে। সাংখ্য দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন- "প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি"[১]। অর্থাৎ সাংখ্যগণের প্রমেয় তত্ত্ব সিদ্ধ করার জন্য প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা প্রয়োজন। তবে আশ্চর্যের হলেও সত্যি যে সূত্রকারেরা কেউই প্রমাণের সামান্যলক্ষণ দেননি। *সাংখ্যকারিকা* যা বর্তমানে কপিল দর্শনের একমাত্র মৌলিক গ্রন্থ রূপে স্বীকৃত সেখানেও প্রমাণের সামান্য লক্ষণের নির্দেশ নেই। টিকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্র *সাংখ্যকারিকার* এই ন্যূনতা পরিহার করতে বলেছেন যে, প্রমাণ শব্দটিকে যৌগিক ধরলে তার নির্বাচন থেকেই প্রমাণের সামান্য লক্ষণটি পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন "প্রমীয়তে অনেন ইত নির্বচনাৎ প্রমাং প্রতি করণত্বং গম্যতে।"[২] অর্থাৎ প্রমার করণ বা সাধনই প্রমাণ। 'প্রমীয়তে অনেন'- এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্র-মা + অনট্ প্রত্যয় দ্বারা 'প্রমাণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সাংখ্য মতে প্রমা জ্ঞানের যা করণ তাই প্রমাণ এবং তা তিন প্রকার- প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।[৩] সাংখ্য দর্শনের প্রমাণতত্ত্ব কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে তা দেখানো বর্তমানে অসম্ভব কেননা প্রাচীন সাংখ্য গ্রন্থ প্রায় দুর্লভ, অন্যত্র কেবল তার নামের উল্লেখ আছে মাত্র। এক্ষেত্রে *যুক্তিদীপিকা* ও *তত্ত্বকৌমুদি* র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় অনুমান প্রমাণ, তাই আমরা এই প্রবন্ধে অনুমান প্রমাণের স্বরূপ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য মত আলোচনা করব।

অনুমানের স্বরূপ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনা করেননি। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক গ্রন্থে অনুমান প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে তিনি ত্রিবিধ অনুমানের উল্লেখ করায়, *সাংখ্যকারিকা*তে যেহেতু ত্রিবিধ অনুমানের উল্লেখ পাওয়া যায় তাই বাচস্পতি মিশ্রের মত বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে প্রাচীন সাংখ্য দার্শনিক যেমন বিন্ধ্যবাসী প্রমুখ ব্যক্তিরা যেহেতু অনুমান কে দ্বিবিধ বলে উল্লেখ করেছেন, তা যে ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয় তা বোঝা যায় তাঁর "ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতম"[৪] এই উক্তি থেকে। এখন আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে অনুমানের যে লক্ষণ দিয়েছেন তা বাচস্পতি মিশ্রের বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব। *সাংখ্যকারিকা* তে অনুমানকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে লিঙ্গ ও লিঙ্গি থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান হিসেবে।[৫] অর্থাৎ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধজ্ঞানের করণ অনুমান এটাই ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রেত অর্থ। বাচস্পতি মিশ্র এই সংজ্ঞাটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ হলো 'ব্যাপ্য' এবং 'লিঙ্গি' শব্দের অর্থ হলো "ব্যাপক"[৬]। সুতরাং ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধজ্ঞানাধীন জ্ঞানই হল অনুমান। অন্যদিকে এগুলিকে হেতু ও সাধ্য বলা হয়। অনুমান প্রক্রিয়ায় সাধ্য দ্বারা হেতুগুলি ব্যাপ্ত হয়। অনুমানমূলক জ্ঞান বা অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় হেতু (ধূম - যেটি ব্যাপ্ত) ও সাধ্য (বহ্নি - যেটি ব্যাপক) এর মাধ্যমে।[৭] বাচস্পতি উপলব্ধি করেন যে শুধুমাত্র ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমানমূলক জ্ঞানের কারণ হতে পারে না, ব্যাপারেরও প্রয়োজন আছে। যেমন— পর্বতে বিদ্যমান আলো বা পোড়া ছাই জাতীয় কিছু ধূম থেকে বহ্নির অনুমান করতে সহায়ক নাও হতে পারে। যেখানে সাধ্যের অনুমান করা হয়েছে সেখানে হেতু প্রয়োগের অতিরিক্ত কোন কিছুর অর্থাৎ পরামর্শের আবশ্যিকতা রয়েছে। এখানে হেতু ও সাধ্যের উল্লেখ থাকলেও হেতুজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান এর উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু আমাদেরকে হেতুজ্ঞান ও সাধ্যজ্ঞান শাস্ত্রের তাৎপর্য বলে বুঝতে হবে। তাই বাচস্পতি মিশ্রের ভাষায় বলা যায় *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে 'লিঙ্গি' শব্দটিকে একশেষ সমাস এর উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।[৮] প্রথম 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ 'ব্যাপ্তির নিরূপক' যা ব্যাপক এর ধারণা

---

[১] সাংখ্যকারিকা, ৪

[২] সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি,সা.কা. ৪

[৩] 'ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি'। - সাংখ্যকারিকা, ৪

[৪] সাংখ্যকারিকা, ৫

[৫] 'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকম'। - সাংখ্যকারিকা, ৫

[৬] 'লিঙ্গম ব্যাপ্যম লিঙ্গি ব্যাপকম'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা. ৫

[৭] 'ধূমাদির্ব্যাপ্যা বহ্ন্যাদির্ব্যাপক'। - তদৈব

[৮] গোস্বামী চন্দ্র, নারায়ণ.; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,পৃ- ৫৩

দেয়। দ্বিতীয় 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ হল লিঙ্গ বা হেতুর অধিকরণ। পক্ষই হেতুর অধিকরণ হয়।[৯] কিন্তু এখানে 'লিঙ্গী' শব্দের দ্বারা শুধু পক্ষকে বুঝলেই উপপত্তি হবে না। এই জন্য লক্ষণার দ্বারা 'লিঙ্গী' শব্দের অর্থ পক্ষবিশেষ্যক হেতুজ্ঞান বুঝতে হবে। অর্থাৎ কারিকাটি ব্যাখ্যা করা সময় এটির পুনরাবৃত্তি করলে আমরা পরামর্শ জ্ঞানের সন্ধান পেয়ে থাকি অর্থাৎ পক্ষ-সাধ্য-ব্যাপ্য-হেতুমান এরূপ জ্ঞান হল পরামর্শ। অতএব অনুমানের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, অনুমান হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে হেতু দর্শন, ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুজ্ঞানের মাধ্যমে সাধ্যকে নিশ্চিত করা হয়। যেমন- 'পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ'- এখানে আমরা পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করছি। এই ধূম ও বহ্নির মধ্যে যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে তা নিশ্চিতভাবে জানা গেলে তবে আমাদের ব্যাপ্তি স্মরণ হয় এবং তারপরে আমাদের পর্বতটি হেতু বিশিষ্ট, যে হেতু বহ্নির ব্যাপ্য অর্থাৎ 'পর্বতঃ বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান' এই আকারের জ্ঞান হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শের জনক এবং পরামর্শ জ্ঞান অনুমিতির জনক। সুতরাং পরামর্শকে আমরা ব্যাপার বলতে পারি। যখন আমরা বলি 'ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকজ্ঞানমনুমান' সেখানে পরামর্শের উল্লেখ না থাকলেও সেটা অন্তর্নিহিত আছে। এই জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর পঞ্চম কারিকাতে পরামর্শের উল্লেখ না করলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের কথাই বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় তাঁর কারিকায় উল্লেখিত "তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম"[১০] এই লক্ষণের দ্বারা।

আচার্য মাঠর এবং গৌড়পাদ *সাংখ্যকারিকা* প্রদত্ত অনুমানের লক্ষণ সরাসরি স্বীকার করেননি।[১১]তবে তাঁরা অনুমানের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর আবশ্যিকতাকে স্বীকার করেছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কখনো কখনো লিঙ্গ থেকে লিঙ্গীর জ্ঞান হয় এবং কখনো কখনো লিঙ্গী থেকে লিঙ্গের জ্ঞান হয়।[১২] *সাংখ্যসূত্রে* অনুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমানুমানম্'[১৩]। অর্থাৎ অনুমান হল অপরিবর্তনীয় ব্যাপ্যের মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান। বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পূর্ববর্তী সাংখ্য দার্শনিক বিন্ধ্যবাসী অনুমান সম্বন্ধে অনেক তথ্য দান করেছিলেন তবে দুর্ভাগ্যবশত সেই গ্রন্থ আর বর্তমানে পাওয়া যায় না। সাংখ্যসূত্রবৃত্তিকার অনিরুদ্ধের মতে অনুমান হল লিঙ্গ লিঙ্গীর মধ্যে অপরিবর্তনীয় সাহচর্য নিয়ম পর্যবেক্ষণ করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপ্যকে জানার মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান।[১৪] বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁর *সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে সাংখ্যসূত্রের* ব্যাখ্যায় বলেন, অনুমান হল অপরিবর্তনীয় সাহচর্য নিয়ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যাপকের জ্ঞান।[১৫] যদিও *যুক্তিদীপিকা সাংখ্যকারিকার* উপর রচিত একটি টিকাগ্রন্থ তবুও *যুক্তিদীপিকা* তে অনুমানের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

অনুমানের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বোঝার জন্য ব্যাপ্তি ধারণার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কেননা ব্যাপ্তি হলো অনুমানের যৌক্তিক ভিত্তি। অনুমানে পক্ষপদের সাথে সম্পর্কিত সাধ্যপদের জ্ঞান হেতু ও সাধ্য পদের মধ্যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থে বিশেষ কোন আলোচনা করেননি। তবে অনুমানের লক্ষণ আলোচনা করলে বোঝা যায় যে তিনি ব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ব্যাপ্তি সম্পর্কে তৎকালীন যেসব মত ছিল সেই মতকে তিনি তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিয়েছেন।[১৬] প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ গুলিতে 'সাহচর্য নিয়ম' কথাটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তার সাথে 'ব্যাপ্তি' ও 'অবিনাভাব' এই দুটি পর্যায় শব্দও লক্ষ্য করা যায়।[১৭] ব্যাপ্তি হল স্বাভাবিক এবং উপাধি বর্জিত সম্পর্ক। কিন্তু উপাধি কী সে ব্যাপারে প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থে স্পষ্টভাবে কিছু বলা

---

[৯] Vide K. S.; *Sāṃkhya Yoga Epistemology*, p.112

[১০] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.; সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৩২

[১১] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.; সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৪২

[১২] 'তল্লিঙ্গলিঙ্গিপুর্বকামিতি লিঙ্গেনা ত্রিদন্ডাদি দর্শনেনোদৃষ্টো অপি লিঙ্গী সাধ্যতে নুনামসাউ পরিভ্রাদস্তি যস্যেদম ত্রিদন্ডামিতি'। - মাঠরবৃত্তি, সা.কা.৫

[১৩] সাংখ্যসূত্র, ১.১০০

[১৪] 'অবিনাভদর্শিনো ব্যাপ্যজ্ঞানাদানুব্যপাকজ্ঞানামানুমানম্'। - সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, ১.১০০

[১৫] 'ব্যাপ্তিদর্শনাদ্ব্যাপকজ্ঞানামানুমানম'। - সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০০

[১৬] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৩৫

[১৭] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৩৫

নেই। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনার ধারাটি মোটামুটি ভাবে একই রকম ছিল। *সাংখ্যসূত্রের* পঞ্চম অধ্যায়ে বিশেষ করে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক সূত্র রচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন দার্শনিকদের মতের উল্লেখ আছে।[১৮] তবে এই সূত্র গুলির সমর্থক হিসেবে আর কোন প্রাচীন গ্রন্থ আমরা পায়না এবং তার কারনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। *সাংখ্যসূত্রে* বলা হয়েছে "নিয়তধর্মসাহিত্যমুভয়রেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ"[১৯]। অর্থাৎ ব্যাপ্তি হল সাধ্য এবং সাধন উভয়ের নিরন্তর সহ অবস্থান, তাছাড়া আলাদা কিছু নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাপ্তি জ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেছেন এবং অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর রচিত *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রবৃত্তিতে* এই সম্পর্কে বিশেষ কোন কথা বলেননি।[২০] আবার কিছু আচার্যের মতে ব্যাপ্তি হলো একটি অতিরিক্ত সত্তা হিসেবে বস্তুর নিজ শক্তির প্রভব।[২১]

অনুমানের বিভাগ:

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*গ্রন্থে ত্রিবিধ অনুমানের কথা বললেও সেই অনুমানগুলির নাম উল্লেখ করেননি তার কারণ মহর্ষি গৌতম তাঁর পূর্বেই *ন্যায়সূত্রে*অনুমানগুলির নাম উল্লেখ ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলেন এবং তৎকালীন দার্শনিক সমাজে সেই আলোচনা বিশেষ ভাবে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছিল।[২২] মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল- পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। সাংখ্যকারিকাকার বোধ হয় পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমানের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা তাঁর ষষ্ঠ কারিকার মধ্যেই বলেছেন।[২৩]

"সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রয়ানণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎসিদ্ধম্।" (সা. কা.- ৬)

আচার্য গৌড়পাদের মতে অনুমান পাঁচ প্রকার যথা- পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট, লিঙ্গ এবং লিঙ্গী।[২৪] সর্বপ্রথম বাচষ্পতি মিশ্রই অনুমানের শ্রেণিবিভাগ সঠিকভাবে করেছিলেন। বাচষ্পতি মিশ্রের অনেক পূর্ববর্তী সাংখ্য দার্শনিক বিন্ধ্যবাসী বীত ও অবীত এই দ্বিবিধ অনুমানের নামকরণ সর্বপ্রথম করেছিলেন বলে মনে করা হয়। যুক্তিদীপিকাকারও এই মত পোষণ করেছেন।[২৫] আচার্য মাঠর তাঁর *মাঠরবৃত্তিতে* তিন প্রকার অনুমানের কথা বলেছেন- পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।[২৬] তিনি গৌড়পাদের পঞ্চবিধ অনুমানের কথা স্বীকার না করলেও পূর্ববৎ ও শেষবৎ অনুমানের ব্যাখ্যা গৌড়পাদকে অনুসরণ করেই দিয়েছেন। আবার সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে অতীন্দ্রিয়পদার্থ জানবার উপায় রূপে অবলম্বন করেছেন এবং অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তাঁর মতে এই অতীন্দ্রিয় অবশ্য অদৃশ্য নয়।[২৭] যুক্তিদীপিকাকারের পরবর্তীকালে বাচষ্পতি মিশ্র প্রাচীন সাংখ্যগনের দ্বিবিধ অনুমানের উল্লেখ করেছেন- বীত এবং অবীত।[২৮] অনিরুদ্ধ ভট্ট ত্রিবিধ অনুমানের ক্ষেত্রে নতুন কোন কথা বলেননি। যদিও তিনি কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী অনুমানের নাম উল্লেখ করেছেন। *সাংখ্যসূত্রে* কোথাও অনুমানের বিভাগের উল্লেখ

---

[১৮] সাংখ্যসূত্র, ৫.২৮-৫.৩৫

[১৯] সাংখ্যসূত্র, ৫.২৯

[২০] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.,সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, পৃ-১৩৪

[২১] 'নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্যঃ'। - সাংখ্যসূত্র, ৫. ৩১

[২২] ঘটক,পঞ্চানন.,সাংখ্যদর্শন,পৃ-১৬

[২৩] 'সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রয়ানণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎসিদ্ধম্'। - সাংখ্যকারিকা, ৬

[২৪] তদৈব, পৃ-১৪৫

[২৫] 'তত্র প্রযোগমাত্রভেদাত দ্বৈবিধাম বিতাঃ আভিতাঃ ইতি'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা. ৫

[২৬] মাঠরবৃত্তি,৫

[২৭] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ.,সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৪৬

[২৮] 'তাবৎ দ্বিবিধম বীতমবিতং চ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা. ৫

না থাকলেও বিজ্ঞানভিক্ষু অনুমানের তিনটি বিভাগের উল্লেখ করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯] উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনুমানের বিভাগ বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমতের অভাব রয়েছে। এর কারণ কি বা কার মত যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে না থাকায় আমরা শুধু এখানে সাংখ্য দার্শনিক স্বীকৃত বিভিন্ন অনুমানগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব:

- **পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান:**

পূর্ববৎ অনুমান- *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* তে বলা হয়েছে পূর্ববৎ অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে কোন প্রসিদ্ধ বা জ্ঞাত শ্রেণীর অন্তর্গত কোন একটি বস্তুকে অনুমান করা হয়। যেমন, পর্বতে ধূমের মাধ্যমে বহ্নির অনুমান।[৩০] যুক্তিদীপিকাকারের মতে পূর্ববৎ অনুমানে কারণটিকে পর্যবেক্ষণ করার পর ভবিষ্যতের কার্যকে জানা যায়।[৩১] যেমন- আকাশে ঘন মেঘ দেখার পরে কেউ ভবিষ্যৎ বৃষ্টিপাতের অনুমান করতে পারেন।[৩২] যদিও যুক্তিদীপিকাকার এই উদাহরণটি ত্রুটি মুক্ত মনে করেন না।[৩৩] তাই যুক্তিদীপিকাকারের মতে পূর্ববৎ অনুমানকে আমরা এইভাবে বোঝার চেষ্টা করতে পারি- যেখানে সহকারি অন্য শক্তি দ্বারা অনুগৃহীত অপ্রতিবন্ধক কার্যকারণ শক্তিকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কার্যের ভবিষ্যৎ উত্থানকে জানতে পারে, ঠিক যেমন লৌহদণ্ডাদি সাধন সামগ্রী নিয়ে কুম্ভকার মাটি থেকে ব্যাপারের দ্বারা ঘট প্রস্তুত করেন।[৩৪] মাঠর এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর দৃষ্টিতে পূর্ববৎ অনুমান পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। তাঁরা পূর্ববৎকে ব্যাখ্যা করেছেন পূর্ব প্রত্যক্ষিত বিষয় হিসেবে।[৩৫] যেমন, আকাশে ঘন মেঘ দেখে বৃষ্টির অনুমান। গৌড়পাদ যুক্তিদীপিকাকার কে এ বিষয়ে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। তাঁদের মতে পূর্ববৎ অনুমান হল পূর্ব হিসেবে যার হেতু বা কারন আছে।[৩৬]

শেষবৎ অনুমান- শেষবৎ অনুমানকে প্রধানত তিনটি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - (১) কার্য থেকে কারণ অর্থে (২) একটি অংশ থেকে শেষ অংশ অর্থে (অবশিষ্ট অংশ) এবং (৩) বর্জনের মাধ্যমে (বিকল্প) অর্থে।

(১) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল যেখানে সম্পন্ন কার্যটি প্রত্যক্ষ করার পর অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান করা হয়। যেমন- একটি ছেলেকে দেখার পর তার পিতা মাতার মিলন অনুমান করা হয়। উল্লেখ্য যে, শেষবৎ অনুমানের এই ব্যাখ্যাটি যুক্তিদীপিকাকার দিয়েছেন। তবে তিনি নিজেই মনে করেন উক্ত উদাহরণটি ত্রুটিমুক্ত নয়।[৩৭] তাই যুক্তিদীপিকাকার অন্য একটি ত্রুটিহীন উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন, জলের উপর পাতা দেখে বোঝা যাবে জলের নিচে শালুক ছিল অথবা অঙ্কুর দেখে বোঝা যাবে মাটির নিচে বীজ ছিল।[৩৮]

---

[২৯] সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ.১.১০৩

[৩০] "তত্রৈকং দৃষ্টলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ববৎ.......যথা ধূমাদ্বহ্নিসামান্য বিশেষঃ পর্বতেহনুমীয়তে।" - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৩১] 'তত্র পূর্ববৎ যদা কারণমবভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা ভবিষ্যত্বং কার্যস্য প্রতিপদ্যেতে'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩২] 'তদ যথা মেঘোদয়ে ভবিষ্যত্বং বৃষ্টেঃ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩৩] 'ন হি মেঘোদয়োহবশ্যং বৃষ্টেঃ কারণং ভবতি বায়্যা দিনিমিত্তপ্রতিবন্ধসম্ভবাৎ'। - তদৈব

[৩৪] 'যদি তর্হি কারণশক্তিং সহকারিশক্ত্যন্তরাহনুগৃহীতাম...তদ যথা যদা লৌহদন্ডাদিসাধন সম্পন্নেন ব্যাপরবতা...তদা পূর্ববৎ।' - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

[৩৫] মাথরবৃত্তি, সা.কা.৫

'তত্র প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়বিষয়কং পূর্ব্ববৎ।'- সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩

[৩৬] 'পূর্ব্বমস্যাস্তীতি পূর্ব্ববদযথা মেঘোন্নত্যা বৃষ্টিং সাধয়তি পূর্ব্ববৃষ্টিত্বাৎ'।- গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা. - ৫

[৩৭] 'ন হি দ্বয়সমাপত্তিপূর্বক এব প্রানভৃতাং প্রাদুর্ভাবো, দ্রোণাদিনামন্যথোৎপত্তিবিশেষ শ্রবণাৎ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.,৫

[৩৮] 'পর্ণং দৃষ্ট্বা শালূকং প্রতিপদ্যতে, অঙ্কুরং বা দৃষ্ট্বা ভা দ্রূষ্টভা বীজমিতি তদা শেষবৎ'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.,৫

(২) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে আমরা একটি সমগ্র অংশের এক ক্ষুদ্র অংশকে জানতে পারি এবং অবশিষ্ট অংশ ক্ষুদ্র অংশের মতোই সমগুণ সম্পন্ন। এই ব্যাখ্যাটি গৌড়পাদ ও মাঠর দিয়েছেন এবং তারা একই উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন, সমুদ্র থেকে এক ফোটা জল লবণাক্ত হওয়ায় কেউ অনুমান করে যে বাকি জলও লবণাক্ত।[৩৯]

(৩) ব্যাখ্যা অনুসারে, শেষবৎ অনুমান হল বস্তুর সম্ভাব্য ধর্মকে বর্জন করার পরে অবশিষ্ট অংশের যে জ্ঞান, যা অন্য বস্তুর সাথে অবাঞ্ছিতভাবে যুক্ত নয়। বিজ্ঞানভিক্ষু এই ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন।[৪০] যেমন, ক্ষিতিত্বের মাধ্যমে পৃথিবীকে অন্য সমস্ত দ্রব্য থেকে আলাদা করার জন্য শেষবৎ অনুমান করা হয়।[৪১] এবং বাচস্পতি মিশ্র বিজ্ঞানভিক্ষুকে অনুসরণ করে এই অনুমানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৪২] এই ধরনের অনুমান শব্দকে গুণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[৪৩]

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান- *সাংখ্যসূত্রে* বলা হয়েছে যে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েরই অস্তিত্বের প্রমাণ।[৪৪] এই অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কেবল ব্যাপ্তি সম্পর্ক থাকে, কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে এই অনুমান করা হয়। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানকে প্রধানত দুটি অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে - (ক) সাদৃশ্যের মাধ্যমে এবং (খ) একটি ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করার পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুমান করার মাধ্যমে।

গৌড়পাদ তাঁর *ভাষ্যে* উভয় অর্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি (ক) অর্থের ব্যাখার উদাহরণ প্রসঙ্গে বলেন, চৈত্র নামে কোন ব্যক্তি এক স্থান পরিত্যাগ করে অন্য স্থানে উপস্থিত হয় এটা দেখে তাকে যেমন গতি বিশিষ্ট বলে মনে হয় তেমন চন্দ্র তারাও গতি বিশিষ্ট বলে মনে হয়। কেননা তারাও স্থান পরিবর্তন করে।[৪৫] এই অর্থ অনুসারে, সংক্ষেপে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে একটি বস্তুর সাদৃশ্যের মাধ্যমে অন্য একটি বস্তুর অনুমান করা হয়ে থাকে। এবং (খ) অর্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গৌড়পাদ, মাঠর প্রদত্ত একই উদাহরণ দিয়েছেন। অর্থাৎ একটি আম গাছের ফুল দেখে কেউ অনুমান করে অন্যান্য আম গাছেও ফুল আছে।[৪৬] মাঠরাচার্য তাঁর *মাঠরবৃত্তিতে* কেবলমাত্র (খ) অর্থের ব্যাখ্যাটি দিয়েছেন।[৪৭] এই অর্থে, সংক্ষেপে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান হল সেই অনুমান যেখানে কোন বস্তুর একটি ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করার পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই বৈশিষ্ট্যটিকে অনুমান করা হয়ে থাকে।

- **বীত ও অবীত অনুমান :**

প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য বিন্ধ্যবাসীই সর্বপ্রথম অনুমানকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন বলে দাবী করা হয় এমনকি যুক্তিদীপিকাকারও এই মত স্বীকার করে তাঁর গ্রন্থে এই দ্বিবিধ অনুমানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৪৮]

---

[৩৯] 'সমুদ্রোদকবিন্দুং প্রাস্য শেষস্য লবনাভব অনুমীয়তে ইতি শেষবৎ'। - মাথরবৃত্তি, সা.কা.,৫
'সমুদ্রদেকম জলাবলম লবনামাসাদ্য শেষস্যাপ্যস্তি'। - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা.,৫

[৪০] 'ব্যতিরেকানুমানং শেষবৎ শেষোঽপূর্ব্বোঽর্থোঽস্য বিষয়াত্বেনাস্তীতি শেষবৎ।অপ্রসিদ্ধসাধ্যকমিতি যাবৎ'।- সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩

[৪১] যথা পৃথিবীত্বেনেতরভেদানুমানম্। - সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সা.সূ. ১.১০৩;

[৪২] 'শিষ্যতে পরিশিষ্যতে ইতি শেষঃ স এব বিষয়তয়া যস্যাস্ত্যানুমানজ্ঞানস্য তচ্ছেষবৎ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৪৩] গোস্বামী,নারায়ণচন্দ্র.; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি, সা.কা. ৫, পৃ-৫৫

[৪৪] 'সামান্যতোদৃষ্ট উভয়াসিদ্ধিঃ'। - সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ১. ১০৩

[৪৫] 'দেশান্তরাদ্দেশান্তরং দৃষ্টং গতিমচন্দ্রতারকং, চৈত্র' । - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা. ৬

[৪৬] 'তথা পুষ্পিতাম্রনদর্শনাদন্যত্রপুষ্পিত মা ইতি সামান্যতোদৃষ্টেন সাধয়তি'। - গৌড়পাদভাষ্য, সা.কা.,৬

[৪৭] 'পুষ্পিতামরাদর্শনাৎ অন্যত্র পুষ্পিতা অমরা ইতি'। - মাঠরবৃত্তি, সা.কা.৫

[৪৮] 'তত্র প্রযোগমাত্রভেদাত দ্বৈবিধাম বিতাঃ আভিতাঃ ইতি'। - যুক্তিদিপিকা, সা.কা.৫

যুক্তিদীপিকা তে বলা হয়েছে প্রয়োগের দিক থেকে অনুমান দুই প্রকার- বীত এবং অবীত।[৪৯]যুক্তিদীপিকাকারের মতে যে হেতুটি সাধ্য সিদ্ধির পক্ষে স্বরূপে প্রযুক্ত হয় তাহল বীত। আর যে হেতুটি অবশেষে অন্য অর্থকে বোঝায় তাহল অবীত।[৫০]পরবর্তীকালে বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* নামক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ অনুমানের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যে অনুমানটি অন্বয়ব্যাপ্তি মূলক সেটি হলো বীত অনুমান[৫১] এবং যা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি মূলক তা হল অবীত অনুমান।[৫২] এই বীত ও অবীত অনুমানের মধ্যে অবীত অনুমানকে বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়রীতি অবলম্বন করে তার *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে* শেষবৎ অনুমান বলেছেন।[৫৩] এই শেষবৎ অনুমানকে পরিশেষ অনুমানও বলা হয়েছে।[৫৪] এমনকি বাচস্পতি মিশ্র ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রদত্ত শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্তটিকেই আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।[৫৫] কিন্তু তিনি এই দৃষ্টান্তটিকে স্বীকার করেননি।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী তে বীত অনুমানকে পূর্ববৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৫৬] যে অনুমানের বিষয় জ্ঞাত পদার্থ অর্থাৎ অনুমান করার পূর্বে সহচারদর্শনকালে ব্যাপক রূপে জ্ঞাত পদার্থ সাধ্য হয় সেই অনুমান পূর্ববৎ।[৫৭] যেমন- ধূমের উপস্থিতি থেকে আমরা পর্বতে বহ্নির উপস্থিতি অনুমান করি।[৫৮] দ্বিতীয় প্রকার বীত অনুমান হল সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[৫৯] সামান্যতোদৃষ্ট হল সেই অনুমান যার স্বলক্ষণ পূর্বে জ্ঞাত হয়নি এরূপ সামান্য বিশেষের জ্ঞান।[৬০] *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* তে বলা হয়েছে, যে সামান্যের স্বজাতীয় কোন বিশেষ ব্যক্তি অনুমানের পূর্বে প্রত্যক্ষিত হয়নি কিন্তু ঐ সামান্যের ব্যাপক সামান্যের স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষিত হলে, সেই সামান্যকে বিষয় করে যে অনুমান করা হয় তা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।[৬১] যেমন- ইন্দ্রিয় বিষয়ক অনুমান।

- **কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয়ীব্যতিরেকী অনুমান :**

সাংখ্য দর্শনের টীকাকার অনিরুদ্ধ ভট্ট তাঁর *সাংখ্যপ্রবচনসূত্রবৃত্তি* তে ত্রিবিধ অনুমান (পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যোতদৃষ্ট) ব্যতীত আরও তিন প্রকার অনুমানের উল্লেখ করেছেন, যথা- কেবল অন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী এবং অন্বয়ীব্যতিরেকী, তবে এগুলো নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেননি।[৬২] কেবলঅন্বয়ী অনুমানে কেবলমাত্র অন্বয়ী দৃষ্টান্তের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়। যেমন– 'শব্দ অনিত্য যেহেতু তা উৎপত্তিশীল'। কেবল ব্যতিরেকি অনুমানে কেবলমাত্র ব্যতিরেকি দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়। যেমন– 'জীবিত শরীর সাত্মক (মন ও আত্মার দ্বারা যুক্ত), যেহেতু তা প্রাণাদিমান'। অন্যদিকে, অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমানে অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয় প্রকার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অনুমান করা হয়। যেমন-'ধূম থেকে বহ্নির অনুমান'।

---

[৪৯] 'প্রয়োগমাত্রভেদাদ দ্বৈবিধ্যম। বীতঃ অবীত ইতি'। - যুক্তিদীপিকা, সা.কা.৬

[৫০] 'যদা হেতুঃ স্বরূপেণ সাধ্যসিদ্ধৌ প্রযোজ্যতে।স বীতোহর্থান্তরাক্ষেপাদিতরঃ পরিশেষিতঃ'। - তদৈব

[৫১] 'অন্বয়মুখেন প্রবর্তমানং বিধায়কং বীতম'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫২] 'ব্যতিরেকমুখেন প্রবর্তমানং নিষেধকমঅবীতম'। - তদৈব

[৫৩] 'তত্রাবীতং শেষবৎ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৪] 'অন্যাত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্পত্যয়ঃ পরিশেষঃ।'-তদৈব

[৫৫] 'প্রসক্তপ্রতিষেধ অন্যাত্রাপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সম্পত্যয়ঃ পরিশেষঃ।' ইতি(ন্যায়ভাষ্যম)- সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৬] 'বীতং দ্বেধা-পূর্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টং চ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৭] 'তত্রৈকং দৃষ্টলক্ষণসামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ববৎ'। - তদৈব

[৫৮] 'যথা ধুমাদ্বহ্নিত্বসামান্যবিশেষঃ পর্বতে অনুমিয়তে, তস্য বহ্নিত্বসামান্যবিশেষস্য স্বলক্ষণং বহ্নিবিশেষো দৃষ্টোরসবত্যামঃ'। - সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৫৯] 'অপরং চ বীতং সামান্যতোদৃষ্টং'। - তদৈব

[৬০] বেদান্তচুঞ্চু, পূর্ণচন্দ্র., সাংখ্যকারিকা ৫,পৃ-৩৯

[৬১] 'সামান্যতোদৃষ্টং অদৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যবিষয়ম্'।- সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সা.কা.৫

[৬২] 'অন্বয়ী, ব্যাতিরেকি, অন্ব্যব্যতীরেকি, পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ সংহিতম্'। - সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, ১.১০০

- **স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান:**

সাংখ্যকারিকা তে *এই* অনুমানের বিভাগকে উল্লেখ করা না হলেও *যুক্তিদীপিকা* তে এবং *মাঠরবৃত্তি* তে অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করার প্রসঙ্গে অনুমানের এই ধরনের বিভাগের সংকেত পাওয়া যায়। আচার্য মাঠর ন্যায় বাক্যের তিনটি অবয়বের কথা বলেছেন সেগুলি হল- পক্ষ, হেতু এবং দৃষ্টান্ত। তিনি পক্ষকে বলেছেন প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তকে বলেছেন নিদর্শন। স্বার্থানুমান স্থলে এই তিনটি বাক্য যে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় তা নৈয়ায়িকগণ বলে থাকেন। তাছাড়া পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে তাঁরা পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেন এবং মাঠরও তা স্বীকার করেছেন বলে দাবী করা হয়। তবে স্বার্থানুমানে এগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মাঠর মনে করেন।[৬৩] *যুক্তিদীপিকা* তেও প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন– এই পাঁচটি বাক্যকে পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বলা হয়েছে। এছাড়া *যুক্তিদীপিকাকার* প্রাচীন ন্যায়ের দশাবয়বের কথা বলে সেগুলির উল্লেখ করেছেন।[৬৪] কিন্তু পরার্থানুমানের ক্ষেত্রে দশাবয়বের আবশ্যিকতা যে নেই তা তিনি ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝিয়েছেন।[৬৫] যদিও ঈশ্বরকৃষ্ণ অনুমানের এই পঞ্চ অবয়বের কথা স্পষ্টভাবে বলেননি, তবে তাঁর *সাংখ্যকারিকার* কিছু কারিকা থেকে এই পঞ্চাবয়বের একটি ধারণা পাওয়া যায়।[৬৬] গৌড়পাদ তাঁর *ভাষ্যে* সুনির্দিষ্ট ভাবে অনুমানের অবয়ব নিয়ে কোন আলোচনা না করলেও পঞ্চ অবয়বের আলোচনা তাঁর *ভাষ্যে* দেখা গেছে। প্রকৃতির অস্তিত্বের অনুমানের ক্ষেত্রে পঞ্চবয়যবের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬৭] *সাংখ্যসূত্রেও* পঞ্চাবয়বের উল্লেখ রয়েছে।[৬৮]

আমরা প্রতিনিয়তই কোন না কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেই চলেছি। এই জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ বা সরাসরি হতে পারে আবার পরোক্ষও হতে পারে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করি কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুমান, শব্দ ইত্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করতে হয়। বস্তু জগতের খুব কম অংশই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানতে পারি। যার ফলে এই বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের প্রায় সবটুকুই থেকে যায় আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান পরিসীমার বাইরে। তাই মানুষ তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে অনুমান নামক এমন একটি উপায় বের করেছেন যার সাহায্যে তাদের জ্ঞানের সীমাকে ধূলিকণা থেকে শুরু করে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পেরেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দার্শনিক ও যুক্তিবিদ, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক অনুমানকে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে হোক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে ভাবে জড়িত রয়েছে এই অনুমান। আমাদের সমাজিক জীবনের যাবতীয় কাজ কর্ম অনুমান ছাড়া প্রায় অচল এবং দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা করাও কষ্টকর। এমনকি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, প্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে এই অনুমানের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, যন্ত্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইনশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, যোগা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই অনুমানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, কাউকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এবং নিত্য নতুন তথ্য প্রতিনিয়ত জানার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হয়। তাই বলা যায় জ্ঞান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অনুমানের গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

---

[৬৩] 'অনুমানংত্রিবিধম্। ত্রিসাধনং ত্র্যবয়বং। পঞ্চাবয়বমিত্যপরে..........এবং পঞ্চাবয়বেন ও বাক্যেন সুনিশ্চিতার্থ প্রতিপাদনং পরার্থনুমানম্। - মাঠরবৃত্তি সা.কা.৫, পৃ-১১৫

[৬৪] 'তস্যপুনরবয়বাঃজিজ্ঞাসাসংশয়প্রয়োজনশক্যপ্রাপ্তিসংশয়ব্যুদাসলক্ষণাশ্চব্যাখ্যাঙ্গম।প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তোপসংহারনিগমনানিপরপ্রতিপাদনাঙ্গমিতি'। - যুক্তিদীপিকা, সা.কা.৬

[৬৫] চট্টোপাধ্যায় কুমার, নারায়ণ., সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,পৃ-১৬০

[৬৬] সাংখ্যকারিকা, কারিকা-১৭,৩৫,৪২

[৬৭] 'তথা সমন্বয়াদিহলোকে প্রসিদ্ধির্দৃষ্টা যথা ব্রতধারিণং বটু দৃষ্ট্বা সমন্বয়তি......অতঃ সমন্বয়াদস্তিপ্রধানম্'। - গৌড়পাদভাষ্য সা.কা. ১৫

[৬৮] 'পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসম্বিত্তিঃ'। - সাংখ্যসূত্র, ৫.২৭

গ্রন্থপঞ্জী:

১. বেদান্তচুঞ্চু, শ্রী পূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা-ঈশ্বরকৃষ্ণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৩

২. বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদভাষ্য তত্ত্বকৌমুদীসহিতা সানুবাদ, ওরিয়েন্টাল প্রেস, কলকাতা- ০৬, ১৪১৪

৩. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকা শ্রী বাচস্পতি মিশ্র বিরচিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা- ০৬, ২০১৬

৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র কৃত গদ্যানুবাদ, কলিকাতা -১২, ১৯৯৭

৫. তর্কাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কালীপদ, গৌড়পাদভাষ্য-গৌড়পাদাচার্য, ছাত্রপুস্তকালয়, কলিকাতা, ১৯২৮

৬. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুককৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-তত্ত্ব-সমাসাখ্য-সাংখ্যসূত্র-সমেতম্, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৬০

৭. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, অনিরুদ্ধ বৃত্তি (তৃতীয় সংস্করণ)- অনিরুদ্ধ, বেদান্তবাগীশ নিকেতন, কলিকাতা, ১৩৩৭

৮. গৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্য দেবশর্ম্মণা সম্পাদিত, মাঠরবৃত্তি - মাঠরঃ, কাশীনাথ বেদান্তশাস্ত্রী প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪৭

৯. ত্রিপাঠী, শ্রী যদুপতি শাস্ত্রীনা, যুক্তিদীপিকা,সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা

১০. চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণকুমার, সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব, বিজন পাবলিশার্স,কলিকাতা-০৭, ১৯৮৮

১১. ঘটক, ডঃ পঞ্চানন, সাংখ্য দর্শন-১, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০০

১২. Shiv Kumar Vide, Sāṃkhya Yoga Epistemology, Generic publishers, 4th edition, 1984

১৩. Anima Sengupta, Classical Samkhya, The United press Ltd., 1969